অমিতাভ দেব চৌধুরী (১৯৬২)

বরাকভ্যালি এক্সপ্রেস

যে ট্রেন যায়নি কোনোদিন, আমি তার যাত্রী ছিলাম।

বিদায় চুম্বনগুলি, দেশের ভিটের বাস্তুসাপটির মতো
কিংবদন্তীজন্ম ফিরে পেল।
অবাক অপেক্ষাগুলি খুর ঠুকে ঠুকে রাজপথে নামাল গোধুলি।

তারপর কত ট্রেন গেল, কত কত কামরার ঘুম
বাক্যহারা স্টেশনে ফুরোল।
তবু সেই না-যাওয়ার স্বপ্নভ্রষ্ট ছায়া, পরবর্তী প্রতিটি যাওয়ায়,
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল যে কেবল।

আমার সকল যাওয়া সেই না-যাওয়ার ভারে
আজীবন ফেরা হয়ে ওঠে।
আমাদের সব থাকা সেই না-যাওয়ার ভারে
সড়কের পাশে, সস্তা হোটেল খোঁজে
পরিত্রাণ, মূল স্রোত, ললাটলিখন।

যাওয়া-না-যাওয়ার মাঝখানে,
একটি অচল সেতু কারাগার হয়ে ওঠে ক্রমে।

যে ট্রেন যাবে না কোনোদিন, আমরা তার যাত্রী ছিলাম।

কেন লিখি

পাথরের ভাষা লিখি
জলের লিখনে।
যদি কোনোদিন
পাথরের বুকে
ফুটে ওঠে একটি লাজুক
কুঁড়ির আভাস।
এই সাধ, টের পাই,
জলের গহনে।

বাসি কথা

শান্ত কোলাহলগুলি সরিয়ে রেখেছি সবিনয়ে
খুঁজেছি ব্যস্ত নীরবতা।

এদিন এ জীবনে উঠবে রোদ্দুর
লেপ, পাণ্ডুলিপি সব ঝেড়েঝুড়ে শুকোব উঠোনে—
ইচ্ছে এই ছিল মেঘে-ঢাকা।

মাঝে মাঝে খুলেছি তোরঙ্গ
তার ওপর দিয়ে বহে গেছে কত ইঁদুরের রাত।
গন্ধটুকু রয়ে গেছে, এই জামা-কাপড়-হৃদয়ে।

ইঁদুরের এঁটো সব অক্ষরমালা
গোপনে সাজাই একা একা
যা লিখেছি এতদিন, সবই বাসি কথা।

একদিন এ জীবন রৌদ্রের আহার হবে—
ইচ্ছে এই আছে মেঘে-ঢাকা।